সিরডাপ এর নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, সোমবার, ২৭ ফাল্গুন ১৪১৯, ১১ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র-সিরডাপের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৫-সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক এবং আন্তঃসরকার সংগঠন সিরডাপের সদরদপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত। এ জন্য আমরা গর্বিত। গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবনে বাংলাদেশ একটি সুপরিচিত নাম।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কুমিল্লা মডেল আইআরডিপি নামে চালু করা হয়। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে সমবায়ের মাধ্যমে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ২০১১ সালে আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল' উপস্থাপন করি। আমার এ প্রস্তাব জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ অনুমোদন দিয়েছে। আমাদের আরেকটি প্রস্তাব ‘শান্তির সংস্কৃতি'ও জাতিসংঘে অনুমোদিত হয়েছে।

আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক সকল সূচকে ইতিবাচক ধারা বজায় আছে। নানা বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্বেও বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের অগ্রগতিতে ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

সুধিমন্ডলী,

বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও আমরা ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের কর আদায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে আমরা এখন অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ করতে সক্ষম হচ্ছি। চলতি অর্থবছরে আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি। আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ সন্তোষজনক। দীর্ঘ-মেয়াদী প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম। ইনশাল্লাহ, আমরা নিজেদের অর্থায়নে স্বপ্নের ‘পদ্মা সেতু' নির্মাণ করব।

সুধিবৃন্দ,

আমরা শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছি। চলতি বছর মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ২৭ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৭৮ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। ২৬ হাজার ২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমরা ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ৪ বছরে সরকারি-

বেসরকারি খাতে প্রায় ৭৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এরফলে প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।

খাদ্য উৎপাদনে আমরা প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে চলেছি। শাক-সবজি, ডাল এবং মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা বিশেষ সহায়তা দিচ্ছি।

বিগত ৪ বছরে বিদ্যুৎ খাতে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। দৈনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ১ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ভারত থেকে আমরা বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা নিয়েছি।

দুর্নীতি প্রতিরোধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং কমিশন এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। এ জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নিয়েছি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবাখাতসহ সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সারাদেশের সবগুলো ইউনিয়নে তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছি। গ্রামীণ জনগণ সহজেই এখন ই-সেবা পাচ্ছেন।

বাংলাদেশের প্রায় ১০ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। আমরা ৩-জি মোবাইল যুগে প্রবেশ করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যে ভারত সরকার সিরডাপ-আইসিসি ভবনে একটি আইসিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মালয়েশিয়া সরকার কনফারেন্স সেন্টারটি সাজানোর জন্য বেশকিছু আসবাবপত্র দিয়েছে। এ জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, সকল সদস্যদেশ একই ধরণের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এটিকে একটি আধুনিক ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ সরকার এই কেন্দ্র নির্মাণে ২ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে। আমি সিরডাপ এবং সকল সদস্য দেশগুলোকে এ অঞ্চলের জনগণের কল্যাণে নতুন নতুন কর্মসূচি প্রণয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে কর্মরত সিরডাপ সদস্যভূক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারবৃন্দকে এই মহৎ কাজে সহায়তা দানেরও আহবান জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

একক উদ্যোগ অনেকসময় সফল হয়। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় তার চেয়ে অনেক বেশি সফলতা নিয়ে আসতে পারে। আমি আশা করি, সদস্য দেশসমূহের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে সিরডাপ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কল্যাণে আরও বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বিশ্বয়ানের ফলে আমরা নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সম্মুখীন। আমাদের একদিকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে, অন্যদিকে সম্ভাবনাগুলোককে কাজে লাগাতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলো হুমকির মুখে পড়েছে। আমাদের সম্মিলিতভাবে এসব সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

আসুন, আমরা সকলে মিলে এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে আধুনিক, উন্নত এবং শান্তির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিশ্চিত করি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র সিরডাপের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।